বাংলা দ্বিতীয় পত্র

শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

১ পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’ ব্যবহারে ‘ই’ কার হবে।

যেমন- **লোকটি, কাজটি, ছেলেটি, বইটি** ইত্যাদি।

২ **সমাসবদ্ধ** পদ একসঙ্গে লিখতে হবে।

যেমন- **অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বপরিচিত, নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানসিন্ধু, সংবাদপত্র, সংযতবাক** ইত্যাদি।

৩ গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব বাচক বিশেষণ পদ সবসময় আলাদা বসবে।

যেমন- **এক জন, দুই দিন।**

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

৪ সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে ‘কী’ শব্দটি ‘ঈ’ কার দিয়ে লেখা হবে।

যেমন- **কী করছ, এটা কী বই, কী করে, বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।**

৫ অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ‘ই’ কার দিয়ে ‘কি’ শব্দটি লেখা হবে।

যেমনঃ **রহিম কি এসেছিল?**

৬ যে প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়া যায় সেক্ষেত্রে ‘কি’ হবে।

হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়া না গেলে ‘কী’ হবে।

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

৭ প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বর (ং) ব্যবহৃত হবে।

যেমন- **গাং, ঢং, পালং, রং, সং** ইত্যাদি।

৮ লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন সেভাবেই লেখা হবে।

যেমন- **শামসুর রাহমান, হুমায়ূন আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,**

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন, মুনীর চৌধুরী।

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

৯ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সংস্কৃত শব্দের বানান অবিকৃত ও অপরিবর্তিত থাকবে।

যেমনঃ **চন্দ্র, সূর্য** ইত্যাদি।

১০ যে সব তৎসম শব্দে ই বা ঈ এবং উ বা ঊ উভয়ই শুদ্ধ সেইসব

শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ

পদবি, কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, উষা, উর্ণা, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, লহরি, সরণি ইত্যাদি।

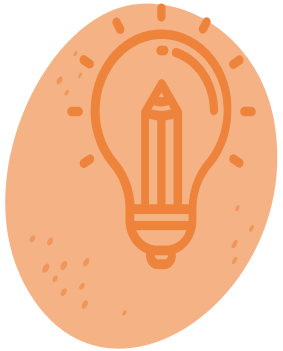

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

১১ রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না।

যেমন-**বার্তা, অর্ধ, অর্থ, সূর্য, সৌন্দর্য,গর্জন, কর্তা, কার্তিক, কার্য, ধর্ম, বার্ধক্য, মূর্ছা,কর্দম, কর্তন** ইত্যাদি।

১২ দেশ, জাতি ও ভাষার নামের ক্ষেত্রে ই, উ লিখতে হবে।

যেমন- **ইংরেজি, ফারসি, দেশি, বাঙালি** ইত্যাদি। তবে ঈ প্রত্যয় যুক্ত

থাকলে ঈ কার হবে। যেমন- **এশীয়, অস্ট্রেলীয়, আরবীয়, ভারতীয়, ইউরোপীয়** ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম **চীন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ।**

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

১৩ অন্তে কোনো বিসর্গ থাকবে না।

যেমন- **প্রথমত, প্রধানত, প্রায়শ, পুনঃপুন, বস্তুত, মূলত, সাধারণত** ইত্যাদি।

১৪ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এবং মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে।

যেমন- **কুঁড়ি, কুমির, সরকারি, তরকারি, ফরিয়াদি** ইত্যাদি।

১৫ স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও ই এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে।

যেমন- **পাগলি, নাচুনি,মাসি, পিসি, দাদি, আফগানি, বাঙালি, গোয়ালিনি।**

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

১৬ নিশ্চয় অর্থে ব্যবহৃত ই প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার না বসে পূর্ণবর্ণ বসে। যেমন- **আজই।**

১৭ তৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহৃত হবে। যেমন- **রামায়ণ, নারায়ণ, রমণী।**

১৮ তৎসম শব্দের বানানে ষ ব্যবহৃত হবে। যেমন- **ঋষি, কৃষ্ণ, সুষুপ্ত, কষ্ট।**

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

১৯ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

যেমন- **কমিশন (Commission), এডমিশন(Admission)।**

২০ সমাসবদ্ধ পদে ই কার বসে।

যেমন- **মন্ত্রীর সভা: মন্ত্রিসভা, প্রাণীর জগৎ: প্রাণিজগৎ** ইত্যাদি।

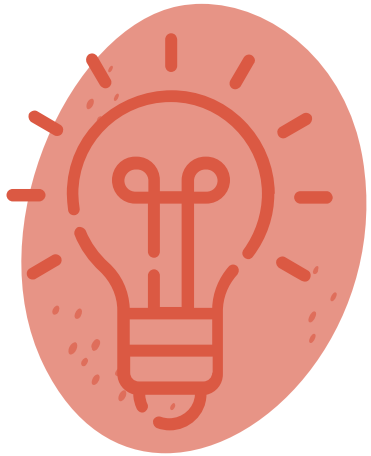

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

২১ বাংলায় প্রচলিত জ এবং য বর্ণ যুক্ত বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে।

যেমন- **কাগজ, জাহাজ, হাজার, বাজার** ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত।

যেমন- **আযান, ওযু, কাযা, নামায** ইত্যাদি।

২২ আলি এবং অঞ্জলি প্রত্যয় যুক্ত শব্দে ই কার হবে।

যেমন- **গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, অর্ঘ্যাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, খেয়ালি,**

বর্ণালি, রূপালি, গীতালি, মিতালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

২৩ ক্রিয়াপদের বানানের পদান্তে ও-কার উচ্চারিত হলেও লেখা আবশ্যিক নয়।

যেমন- **করব, বলব, খাব, পড়ব, যাব, নামব, হল** ইত্যাদি।

২৪ আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও কার যুক্ত করা হবে।

যেমন- **করানো, বলানো, পড়ানো** ইত্যাদি।

২৫ নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে।

যেমন- **বসে নাই, যায় নি, পাব না।**

শুদ্ধ বানানের নিয়ম

২৬ দু বা দূ দিয়ে শব্দ গঠিত হলে কেবল দূরত্ব (Distance) বা দূরের কিছু বুঝাতে দূ বসে;

অন্য সব জায়গায় দু বসে। যেমন- **দূত, দূরদর্শন, দূরদৃষ্টি, দূরের, দৃষ্টি, দূরদর্শী, দূরীকরণ, দূরীভূত,দূর-দূরান্ত, দূরের, দুরন্ত, দুরবস্থা।**

২৭ কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ কার হবে।

যেমন- **গাভী,রানী, হরিণী, নারী, বান্ধবী,পিশাচী, কিঙ্করী ইত্যাদি ।**

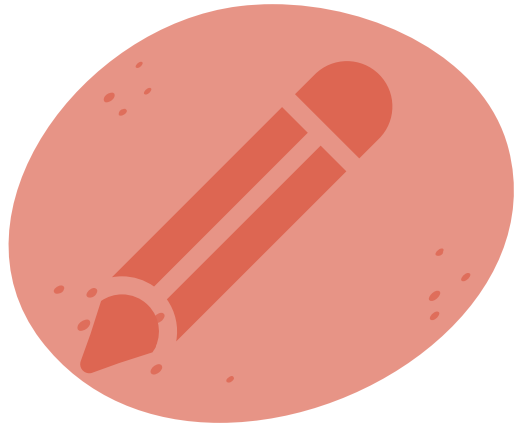

শুদ্ধ-অশুদ্ধ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পুণর্গঠন	পুনর্গঠন
পুণর্বাসন	পুনর্বাসন
মহিয়সী	মহীয়সী
কোস্ট	কোষ্ঠ
শারিরীক	শারীরিক
দুর্বা	দূর্বা
দূর্গা	দুর্গা

শুদ্ধ-অশুদ্ধ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
পৈত্রিক	পৈতৃক
লবন	লবণ
ঝর্ণা	ঝরনা
নুতন	নূতন
নুপুর	নূপুর
সুসম	সুষম

শুদ্ধ-অশুদ্ধ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
বীণাপানি	বীণাপাণি
অংশিদার	অংশীদার
পটিয়সী	পটীয়সী

শুদ্ধ-অশুদ্ধ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কর্ণেল	কর্নেল
পরগণা	পরগনা
বিভিষিকা	বিভীষিকা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
ভূরিভূরি	ভুরিভুরি
ব্যার্থ	ব্যর্থ
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ

অনুশীলন করি

কোনটি শুদ্ধ বানান?

(ক) মহীয়সী
(খ) মহিয়সী
(গ) মহিয়সি
(ঘ) মহীয়সি

অনুশীলন করি

অশুদ্ধ বানান কোনটি?

(ক) বিভীষিকা
(খ) লবণ
(গ) প্রাতরাশ
(ঘ) বুৎপত্তি

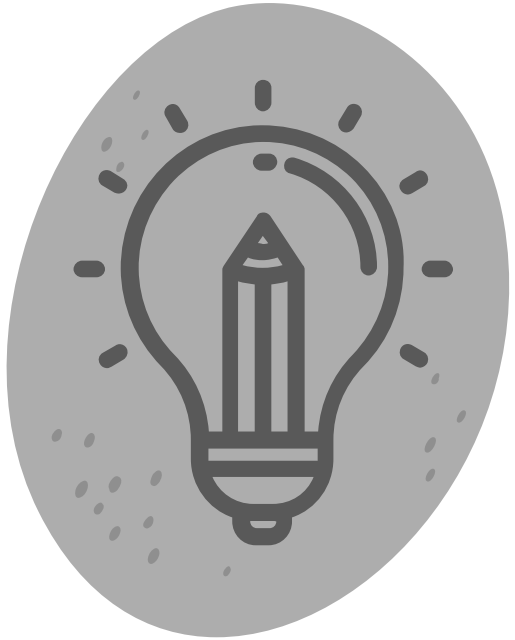

উচ্চারণের নিয়ম

অ-এর উচ্চারণ

১. শব্দের প্রথম অক্ষরে যদি অ থাকে এবং পরের অক্ষরে যদি ই, উ, বা য-ফলা না থাকে তবে অ এর স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন- **কথা, জমাট, পলাশ।**

ব্যতিক্রম

কনে (কোনে), থলে (থোলে), বনেদি (বোনেদি)

২. পরের ধ্বনিটি হলন্ত হলে এবং তারপর ই/উ/ঋ বা য-ফলা না থাকলে আদ্য অ এর উচ্চারণ স্বাভাবিক থাকে। যেমন-**কল,ফল, রস, জল।**

৩. হলন্ত ধ্বনির পরে ই/উ/ঋ বা য-ফলা থাকলে আদ্য অ এর উচ্চারণ ও-বৎ হয়।

যেমন- **কমতি (কোমতি), দরজি (দোরজি), মসূর (মোশুর্)।**

উচ্চারণের নিয়ম

৪ যখন নেতিবাচক বা না-অর্থে ‘অ’ বা ‘অন্’ এবং সহার্থে বা সহিত অর্থে ‘স’ সংযুক্ত হয় কখন অবিকৃত ‘অ’ উচ্চারিত হয়। যেমন: **অবিচার(অবিচার্), অনিয়ম(অনিয়ম্), অতুল (অতুল্), সঠিক(শঠিক্), সব্যয় (শব্ ব্যায়্)** ইত্যাদি।

৫ একাক্ষর শব্দের প্রথমে ‘অ’ এবং পরে দন্ত্য-’ন’ থাকলে কোথাও কোথাও সে-’অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’-কারের মতো হয়। যেমন: **মন (মোন্), বন(বোন্), জন (জোন্)** ইত্যাদি।

৬ শেষ ব্যঞ্জনের আগে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকলে অন্ত্য অ লোপ পায় না।

যেমন- **অংশ (অঙ্শো), বংশ (বঙ্শো, মাংস (মাঙ্শো)।**

উচ্চারণের নিয়ম

আ এর উচ্চারণ

১. শব্দের শুরুতে যুক্ত ব্যঞ্জন জ্ঞ-এর সাথে আ-কার থাকলে আ এর উচ্চারণ অ্যা হয়।

যেমন- **জ্ঞাত (গ্যাঁতো), জ্ঞান (গ্যাঁন্)।**

২. য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে আ-কার বা আ-ধ্বনির উচ্চারণ প্রায় ক্ষেত্রেই অ্যা হয়।

যেমন- **খ্যাতি, ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্), শ্যালক (শ্যালোক্)।**

ঋ এর উচ্চারণ

১. শব্দের গোড়ায় ঋ-বর্ণ থাকলে তার উচ্চারণ রি হয়।

যেমন- **ঋণ (রিন্), ঋতু (রিতু), ঋষি (রিশি)।**

২. ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঋ-কার যুক্ত হলে আশ্রয়ী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব উচ্চারণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়,তবে তা দ্বিত্ব না করে আলতোভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

যেমন- **আবৃত্তি(আবৃত্ তি), আকৃষ্ট (আকৃশ্টো)**

উচ্চারণের নিয়ম

এ-এর উচ্চারণ

১ শব্দের গোড়ায় এ বা এ-কারের পর অ বা আ থাকলে এ বা এ-কারের উচ্চারণ অনেক জায়গায় অ্যা হয়। যেমন- **এখন (অ্যাখোন্),এমন (অ্যামোন্) বেটা(ব্যাটা)।**

২ শব্দের গোড়ায় এ-কারের পর 'অঙ' ধ্বনি (ং, ঙ, ঙ্গ) থাকলে এবং তারপর ই বা উ ধ্বনি থাকলে এ কারের উচ্চারণ অ্যা হয়। যেমন- **খেংরা (খ্যাঙরা), লেংড়া (ল্যাঙ্ড়া)।**
কিন্তু ই বা উ থাকলে এ-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন- **খেঙ্ রি, লেঙ্ড়ি।**

৩ শব্দের গোড়ায় এ বা এ-কার থাকলে এবং তারপর অ/আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে এ এর স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যেমন- **বেশি,বেগুন, একি।**

উচ্চারণের নিয়ম

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

১ বাংলায় অসংযুক্ত অবস্থায় ণ-এর উচ্চারণ ন-এ মতোই।

যেমন- **চরণ (চরোন্), অরুণ (ওরুন), তরুণ (তোরুন্)।**

২ আলাদা ধ্বনিগত পার্থক্য থাকলেও শ,ষ,স এর উচ্চারণ একরকম অর্থাৎ তালব্য শ হয়।

যেমন- **শাল (শাল্), সুখ (শুখ্), বিষ (বিশ্)।**

৩ ঋ-কার ও র-ফলা যুক্ত শ-এর উচ্চারণ স[S] হয়।

যেমন- **শৃঙ্গ (সৃঙ্ গো), শৃগাল (সৃগাল্), বিশ্রাম (বিস্ত্রাম্)।**

উচ্চারণের নিয়ম

৪ চ,ছ,জ,ঝ এর আগে ঞ যুক্ত করলে ন-এর মত উচ্চারণ হয়।

যেমন- **পঞ্চ (পন্চো), ব্যঞ্জন (ব্যান্ জোন্)।**

৫ শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা অনুচ্চারিত থাকে। তবে তা আশ্রয়ী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়।

যেমন- **অশ্ব (অশ্শো), আশ্বিন (আশ্শিন)।**

৬ শব্দের গোড়ায় ম-ফলা উচ্চারণ হয় না, তবে তা আশ্রয়ী বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে।

যেমন- **শ্মশান (শঁশান্), স্মারক (শাঁরোক্), স্মরণ (শঁরোন্)।**

৭ শব্দের মধ্যে বা শেষে য-ফলা কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না।

যেমন-**সন্ধ্যা(শোন্ ধা)।**

অনুশীলন করি

‘দশ’ এর আদ্য অ এর উচ্চারণ কী রূপ?

(ক) অ্যা
(খ) অ
(গ) ও
(ঘ) আ

অনুশীলন করি

’নেত্রী’ এর এ-কারের উচ্চারণ কী রূপ?

(ক) অ্যা
(খ) অ
(গ) এ
(ঘ) ই

ধন্যবাদ